ফ্যাক্স/ই-মেইল বার্তা

প্রতি : পম, ঢাকা
হতে : বাংলাদূত, তেহরান
নং : ১৯.০১.৯৮০১.২০০.০৭.০৫২/২২/৪৮৭
তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩
বিষয় : বাংলাদেশ দূতাবাস, তেহরানে যথাযোগ্য মর্যাদায় "শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৩" উদ্‌যাপন

পরিচালক (সংস্থাপন)-এর জন্য প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান হতে

বাংলাদেশ দূতাবাস, তেহরান গত ১৪ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৩ পালন করেছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপর মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। পরে দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্যভিত্তিক আলোচনায় বক্তাগণ অংশ নেয়। আলোচনায় বক্তাগণ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। বক্তারা ১৯৭১ সালে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে নির্মমভাবে নিহত শহিদ বুদ্ধিজীবীদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তাঁদের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

মান্যবর রাষ্ট্রদূত মনজুরুল করিম খান চৌধুরী শহীদ বুদ্ধিজীবীদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে বলেন, পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা মুলত: জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শহিদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা শুরু করে ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকেই। পাকিস্তানী জেনারেল রাও ফরমান আলির নেতৃত্বে তারা বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করতে ৭১ এর জুন-জুলাইয়ে নীল নকশা প্রণয়ন করে। মূল হত্যাকাণ্ড চলে ১০-১৪ ডিসেম্বর সময়ে যখন পাকিস্তাণী দখলদার পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল। বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান তখন শত্রু মুক্ত হয়েছিল, পাকিস্তানী বাহিনী চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং বাংলাদেশ বিজয় উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তারা বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার অপচেষ্ঠা করেছিল। মূলত: পাকিস্তানী বাহিনী তাদের চরম পরাজয়ের প্রতিশোধ স্বরূপ শহিদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। এটি ঠান্ডা মাথার হত্যাকাণ্ড এবং ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। রাষ্ট্রদূত বলেন, এগারশোর অধিক বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তানী বাহিনী এবং রাজাকার, আলবদর-আলশামসরা হত্যা করেছিল যাঁরা বাঙালির জাতিসত্তা ও স্বাধীন আবাসভূমির আন্দোলনে বুদ্ধিভিত্তিক অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গঠনে অবদান রেখেছেন। জাতির এসব শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অবদান স্মরণে রেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অবিচল থাকার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সবশেষে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

সংযুক্তি: অনুষ্ঠানের ছবি।

(মোল্লা আহমদ কুতুবুদ দ্বীন)